টুকরো সন্দেশ - ৩

ডালিয়া নিলুফার

(লেখাটি বাংলাদেশের সকল শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমর্পিত)

প্রায়ই সিডনী এসে ঘুরে যান স্বদেশী কর্তা ব্যক্তিরা। কেষ্ট বিষ্টু। অনেকেই। এরকম প্রায়ই আসেন। নানা রকম বৈঠকী কথাবার্তা হয়। দেশীয়। দলীয়। কেউ কেউ পূনঃ পূনঃ কচলে দিয়ে যান ইতিহাসের লেবু। আর ঘুরে দেখে যান হাওর্ড রাজার সালতামামী। মন্দ্রিত আবেশে। বিমুগ্ধ লোচনে। বুঝি যথার্থ সার্থক হয় তার এই হাওয়া বদল। কিছু সচক্ষে দেখি, বাকীটা কাগজ পড়ে পোষাই। আর কাগজ তো নয় যেন, 'কাগজের ঢোল'। দিন কতক তাই পেটাপিটি। দলও আছে গোটা কতক। আছে তার ভিন্ন ভিন্ন ফ্লেভার। দেখেই বোঝা যায় - দুই মায়ের পেটের ভাই। উপরন্তু দেখি, পদ আর পদবীর ছাড়াছাড়ি। সেই পদমর্যাদার ভরে ওজনে প্রায় কাত হয়ে যাওয়া দলীয় নেতা কর্মীদের পড়িমরি আয়োজন। নানা রকম অনুষ্ঠান। কুটুম্বিতা।

স্বার্থক। অস্বার্থক। বহু প্রশ্ন। বহু উত্তর। প্রায়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয়। উত্তর দাতা কেষ্ট ব্যাটার দোষ অনেক। চোর সব্যস্ত করতে তাই উঠে পড়ে লাগি। সর্ব প্রথম জানবার ইচ্ছা হয়- আমার গরীব দেশের বড়লোক কুটুম কি দিয়ে যান আর নিয়েই বা যান কি? তার উপঢৌকন বোঝাই তোরঙ্গের মধ্যে এমন কিছু কি যায়, যা একটু হলেও দেশের শ্রী ফেরাতে পারে? আমি মামুলী আদমী। বউ বাচ্চা, বাজার সদাই, ফাইল পত্তর সব নিয়ে আটাআটি। তবু এতেই জীবনের সার সত্য খুঁজি। ঘরে বসে পা দুলিয়ে, টিভিতে বিদেশী যুদ্ধ দেখি। আর কাগজে দেশী রাজনীতিতে কুর্শীর কেরামতি দেখে ঝেড়ে কষে গাল দেই। গলা ফুলিয়ে পড়শীর সাথে ঝগড়া করবার দিন গেছে। মাসান্তে রেশন তোলার ঝক্কি নেই। টেলিফোনের ভূতুড়ে বিল উধাও। অনর্থক জ্যামে পড়ে ঘিলু গরম হয়না। দৈনিক স্বাস্থ্য চিন্তাও বেমানান। অর্থাৎ বিধি আমার ডানে বরাবর।

প্রাণ ভরে দেখি টিভিতে বেজাতের তালবেতাল নাচ। বহুত আচ্ছা লাগে। ইতিহাসের রাজা গজাদের অকর্মক বক্তব্য হা করে শুনি। তবু দেশের 'মঙ্গল চিন্তা' আমার কানে

গোজাঁ বিড়ি। ইচ্ছে হলেই দু-এক টান দেই। সাথে দু-এক ঢোক হলদে লালচে বিলীতি পানীয়। যার ভদ্র নাম 'শরাব'। আর অভদ্র নাম 'মাল'।

সেই কারণে ভাবছিলাম, সতেজ সাবলীল মস্তিষ্কে কারা তৈরী করেন দেশের একমাত্র সৌন্দর্য সম্পদ সংসদ ভবনের সামনে সর্বচ্চ বিলাস ভবন? তাও একটি নয়। দু-দুটি! যেন নাকের উপর চিরকালের অনাকাঙ্খিত কুশ্রী জন্ম দাগ! অনাশ্রিত মন্ত্রির আশ্রয়ের দায় ঘোঁচাতে তৎপর হলেন সরকার। তাই সমস্ত অশান্তি আর প্রতিরোধ উপেক্ষা করে অঘোষিতে তৈরী হলো এই বিলাস বহুল মন্ত্রীশালা? আর ভবনের শ্রী গড়ালো মাটিতে! প্রতিকার কোথায় এই অন্যায় ভোগের? জাতি হিসাবে আজীবন শিল্পমনষ্ক হলেও সহনশীলতায় দেখাবে অধর্মের চূড়ান্ত। লোভে, বাসনায়। বাংলাদেশের লক্ষ্য লক্ষ্য শহীদের স্থান সংকুলান হয়েছিলো চৌষট্টি হাজার খোপের ভেতর। কোন না কোন ভাবে। নির্বিবাদে। নির্বিরোধে। ঘাটে পথে। ময়দানে। কিংবা বধ্যভূমিতে। কোথাও না কোথাও। দেশের সৌন্দর্য সম্পদে কোন রকম ব্যঘাত না ঘটিয়েই তা সম্ভব হয়েছিলো। তৈরী হয়েছে- 'শহীদ বুদ্ধিজীবি' স্মৃতিস্তম্ভ। জন্মের মত ঘূঁচে গেছে সরকারী দায়বদ্ধতা। তবে জ্যান্ত বুদ্ধিজীবি? তার সাধ আহ্লাদ পূরণে অন্ততঃ কোন গড়িমসি দেখালে চলেনা। হেলা-ফেলাও না। জীবিত এবং মৃত্যের ইচ্ছা পূরনের সামান্য পার্থক্য কেবল এখানেই। আশাঙ্কা হয়, কোন দিন দেশের একমাত্র স্মৃতি সৌধে নিজেদের ঘর
বাড়ী তৈরী করবার পাকাপাকি বন্দবস্ত করবেন কিনা এই বুদ্ধিজীবির দল, কেজানে! যার আয়ু হবে বাংলার মসনদের মতই পাঁচ বছর? রাজভবনের দেয়ালে যেমন ঝুলে থাকে নেতার আবক্ষ মূর্তি কেবল পাঁচ বছর! আর তেমনি নেমে আসে জাঁদরেল প্রতিপকেক্ষের নুন্যতম সহনশীলতার অভাবে। ওদিকে নেমে আসতে আসতে নেতা কি অভিশাপ দেয় প্রতিপক্ষেরে কেজানে! পরবর্তী পাঁচ বছর কাটে তেমনি ভয়াবহ অশান্তি আর সমপরিমান দূর্ভোগের মধ্যে দিয়ে। বুঝি দেশের রাজনীতিবিদদের সুযুক্তিতে পথে আনা আর পাঁকা বাঁশ নোয়ানো সমান কথা। অন্ততঃ এই জীবদ্দশায় তাকে অতি অসম্ভবপর বলে বিবেচনা করি।